# UNIVERSITY OF CALCUTTA

NAME – SHREYA GHOSAL

CU ROLL NO _ 182115-11-0240

CU REGISTRATION NO – 115-1211-1515-18

SUBJECT – BA SOCIOLOGY (HONS)

SEMESTER – 5

PAPER – DSE-B-1(Indian Sociological Thinker)

# ●বিষয়- সমাজতত্ত্বে শ্রীনিবাস এর অবদান

## ➢ কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি আমার শিক্ষিকা এবং অধ্যক্ষদের কাছে কৃতজ্ঞতার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানাতে চাই, আমাকে এই বিষয়ে চমৎকার এই প্রকল্পটি করার সুবর্ণ সুযোগ দেওয়ার জন্য ।এটি আমাকে প্রচুর গবেষণা করতেও সহায়তা করেছিল এবং আমি অনেক তথ্য সম্পর্কে জানতে পেরেছিলাম

আমি আমার সহপাঠী ও পরিবারের কাছে কৃতজ্ঞ প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করতে আমাকে সহায়তা করার জন্য ।

## ➢ ভূমিকা

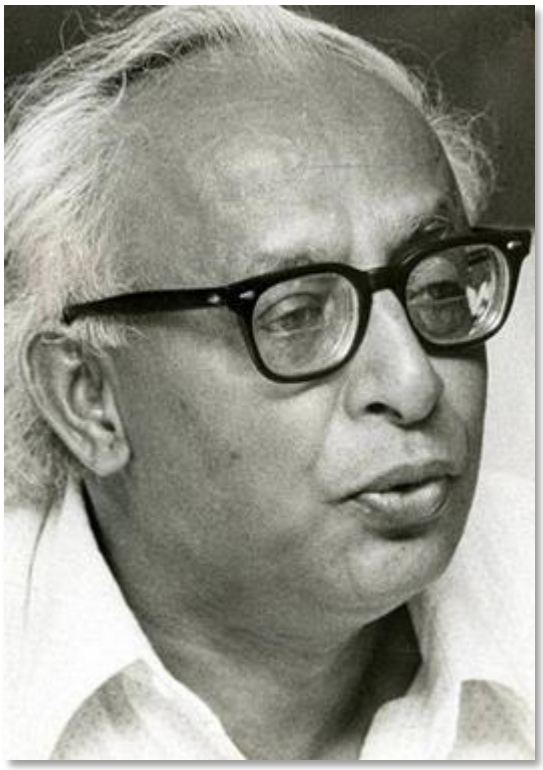

এম.এন শ্রীনিবাস (১৯১৬–১৯৯৯) একজন ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানী এবং সামাজিক নৃতত্ত্ববিদ ছিলেন। তিনি বেশিরভাগই দক্ষিণ ভারতে বর্ণ ও বর্ণপ্রথা, সামাজিক স্তরবিন্যাস, সংস্কৃতায়ন এবং পাশ্চাত্যীকরণ এবং 'আধিপত্যবাদী জাতি' ধারণা সম্পর্কে তাঁর কাজের জন্য খ্যাত।তিনি বোম্বাই ইউনিভার্সিটিতে সমাজবিজ্ঞানে তাঁর জ্ঞান এবং ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। চল্লিশের দশকের শেষের দিকে, শ্রীনীবাস তার আরও পড়াশুনার জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। সেখানে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং সমাজবিজ্ঞানের জন্য ধারণা আনতে শুরু করেন। “social change in modern India” এম এন শ্রীনিবাস এর এমন একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য রচনা যেখানে ভারতবর্ষের সমাজে সামাজিক সচলতার মধ্য দিয়ে সামাজিক পরিবর্তন কে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন।১৯৬৩ সালে Berkaley তে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মেমোরিয়াল বক্তৃতায় সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে ভারতবর্ষের সামাজিক সচলতা প্রসঙ্গে যে বক্তৃতা দেন সেটি পরবর্তী সময়ে গ্রন্থ রূপে প্রকাশিত হয়। এই বক্তৃতায়

শ্রীনিবাস তিনটি প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেন যথা **সংস্কৃতায়ন, পশ্চিমীকরন ,ধর্মনিরপেক্ষতা।**

- **<u>সংস্কৃতায়ন</u>**

শ্রীনিবাস তার বিখ্যাত গ্রন্থ “Religion and society among coorgs of southern India”তে সংস্কৃতায়ন এর ধারণাটি ব্যাখ্যা করেন।সংস্কৃতায়ন হলো এক প্রক্রিয়া যার দ্বারা নিচু জাতি আদিবাসী অথবা অন্যান্য গোষ্ঠী স্বকীয় আদর্শ আচার এবং জীবনধারা অনুকরণ করে উচ্চ যাদের সমকক্ষ হতে চেষ্টা করে।

শ্রীনিবাস এর মধ্যেই সংস্কৃতে শুধুমাত্র সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া নয় এটি সাংস্কৃতিক বিবর্তনের দ্যেতনা করে।সংস্কৃতায়ন তাই শুধু সামাজিক পরিবর্তনের সীমাবদ্ধ থাকেনা ভাষা সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞান দর্শন এরক্ষেত্রে এর বিশেষ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।অধ্যাপক আন্দ্রে বেতের মতে সংস্কৃতায়ন হল এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন নিচু জাত ভুক্ত ব্যক্তি উচ্চ জাতির সনাতন জীবনধারা অনুকরণ করে এবং সামাজিক

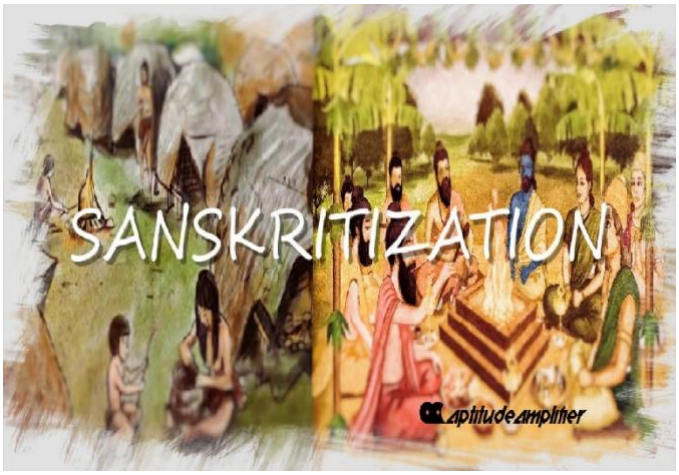

স্তরবিন্যাসের উচ্চস্থানে যাওয়ায় প্রয়াসী হয়। তার মতে সংস্কৃতায়ন এর প্রতীক এবং মূল্যবোধসমূহ সনাতন সমাজ বিন্যাস থেকেই এসেছে।যে অঞ্চলে ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের প্রাধান্য থাকে সেখানে এই গোষ্ঠীর জীবনধারণের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় একইভাবে বৈশ্য সম্প্রদায়ের জীবন ধারা অনুসরণ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় ।তাই বলা যেতে পারে যে যে অঞ্চলে যে গোষ্ঠী প্রাধান্য থাকে সেই অঞ্চলে নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে সেই উচ্চবর্ণের জীবনধারা অনুকরণ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় ।

সংস্কৃতায়নপ্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীনিবাস **আধিপত্যকারী গোষ্ঠীর** গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। শ্রীনিবাসের মতে, উচ্ছবর্ণ যুক্ত না হয়েও সংখাবহুল নির্দিষ্ট পেশাজীবী জনসমষ্টি অর্থনৈতিক ক্ষমতার জোরে একটি অঞ্চলের আধিপত্যকারী জাতিতে পরিণত হয়।শ্রীনিবাস এর মতে অতীতে সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়া ছিল ধীরগতিতে কিন্তু আধুনিকীকরণ ও পরিবর্তন প্রক্রিয়ার ফলে সংস্কৃতায়ন এর গতি বৃদ্ধি পায়।

- **<u>পশ্চিমিকরন-</u>** ব্রিটিশ শাসন ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে আমূল এবং স্থায়ী পরিবর্তন সাধন করে। ব্রিটিশরা নিয়ে এসেছিল তাদের সাথে নতুন প্রযুক্তি, প্রতিষ্ঠান, জ্ঞান, বিশ্বাস এবং মান। এগুলি ব্যক্তি পাশাপাশি গোষ্ঠীর সামাজিক গতিশীলতার প্রধান উত্স হয়ে উঠেছিল।এই প্রসঙ্গে, এম.এন. শ্রীনিবাস, পাশ্চাত্যকরণ শব্দটি উল্লেখ করেন ব্রিটিশ শাসনের মাধ্যমে পাশ্চাত্য যোগাযোগের কারণে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে যে পরিবর্তন এসেছে তা ব্যাখ্যা করার জন্য।সংস্কৃতায়নের মতো বেশিরভাগই পশ্চিমীকরণের ধারণাটি গ্রামাঞ্চলে এবং দেশের অন্যান্য জায়গায় সামাজিক পরিবর্তনের মূল্যায়নের জন্য নিযুক্ত করা হয়।

- পশ্চিমীকরণের বৈশিষ্ট্য

I. এটি সর্বব্যাপী কারণ এটি বাইরের বিভিন্ন উপাদানকে সামঞ্জস্য করতে পারে।

II. এটি জটিল কারণ এটিতে অনেক দিক যেমন আচরণের দিক, জ্ঞানের দিক ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

III. মানবতাবাদ ও যুক্তিবাদকে আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

IV. পশ্চিমীকরণ মূলত সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের দিকে মনোনিবেশ করকর পশ্চিমীকরণের ফলে নতুন প্রতিষ্ঠান প্রবর্তিত হয় এবং পুরানো প্রতিষ্ঠানগুলিতে পরিবর্তন আসে।

- প্রভাব- পশ্চিমী করনের যেমন কিছু ইতিবাচক প্রভাব আছে সেরকম নেতিবাচক প্রভাব ও রয়েছে।

খাদ্য- ভারতীয়রা অনেক পশ্চিমা খাবারকে (যেমন পিজ্জা, বার্গার, স্টেক টাকো ইত্যাদি) স্বাগত জানিয়েছে।পশ্চিমা খাবারগুলিতে প্রচুর পরিমাণে ফ্যাট থাকে এবং এর ফলে ভারতে স্থূলত্বের হার বৃদ্ধি পায়। ভাষা -ভারতে, ৭০০ টিরও বেশি ভাষায় কথা বলা হয়। তবে এই মাতৃভাষার অনেকগুলি ভাষা ম্লান হতে শুরু করেছে।

আধুনিকীকরণ- পশ্চিমা সংস্কৃতি ভারতকে অনেক নেতিবাচক উপায়ে প্রভাবিত করেছে, তবে এটি ভারতকেও বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছে। আধুনিকীকরণ ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম করেছে।

জনস্বাস্থ্য- পশ্চিমীকরণের প্রভাবের কারণে ভারতে স্যানিটেশন এবং জনস্বাস্থ্যের ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। অনেক পশ্চিমা

চিকিত্সক ভারতে চলে এসেছেন এবং ওষুধ তৈরি করেছেন যা অসুস্থতাগুলি হ্রাস করতে সাহায্য করেছে।

শিক্ষা- পশ্চিমীকরণ ভারতের শিক্ষার ক্ষেত্রগুলিকেও উপকৃত করেছে। ব্রিটিশরা যখন ভারতকে দখল করেছিল, তারা দেশজুড়ে অনেকগুলি বিদ্যালয় নির্মাণ করেছিল এবং এর ফলে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং সমাজের দরিদ্রতম শ্রেণীর জ্ঞানের বিকাশ ঘটেছিল।

এমনও উদাহরণ রয়েছে যেখানে পশ্চিমাপন্থাবাদ এমন শক্তির জন্ম দিয়েছে যা পারস্পরিক উদ্দেশ্যে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, প্রিন্টিং মেশিনের ভূমিকা। মুদ্রণযন্ত্রটি আধুনিক জ্ঞানের সংক্রমণের পাশাপাশি প্রচলিত মহাকাব্য, পৌরাণিক কাহিনী, ধর্মীয় সাহিত্য ইত্যাদির জ্ঞানকে সহায়তা করে। একইভাবে, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যবাদ জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছে এবং পুনর্জাগরণ, সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণবাদ, ভাষাতত্ত্ব এবং আঞ্চলিকতা।

- **<u>ধর্মনিরপেক্ষতা</u>**

ধর্মনিরপেক্ষতা, অন্য দুটি সংস্কৃতীকরণ এবং পশ্চিমীকরণের মতো সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করেছে।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (ইংরেজি: Secularism) শব্দটির বিস্তৃত অর্থ রয়েছে।তবে ধর্মনিরপেক্ষবাদ বলতে সাধারণত রাষ্ট্র আর ধর্মকে পৃথকরূপে প্রকাশ করাকে বোঝায়।এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আইন কোন নির্দিষ্ট ধর্মের উপর নির্ভরশীল থাকেনা। এছাড়া ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্মীয় স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।রাষ্ট্র কোনো ধর্মকেই পক্ষপাত করে না। এই মতবাদ অনুযায়ী, সরকার কোনরূপ ধর্মীয় হস্তক্ষেপ করবে না, কোন ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী হবে না এবং কোন ধর্মকে কোন প্রকার অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করবে না।কাউকে ধর্ম পালনে বাধ্য করা হবে না।সকল ধর্মের মানুষ সমান অধিকার ভোগ করবে।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো, তথ্য এবং প্রমাণের উপর নির্ভর করবে, কোনো ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর নয়। অর্থাৎ বলা যায়, "ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার"।

## ধর্মনিরপেক্ষকরণের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি রয়েছে:

- যৌক্তিকতা ধর্মনিরপেক্ষতা প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যৌক্তিকতা সমস্ত অন্ধ বিশ্বাসের উপর 'বিবেকের কারণ' এর প্রভাবকে বোঝায়।
- কৌতূহল প্রতিটি ধর্মনিরপেক্ষ মানুষকে সমস্ত আচারের সাথে যুক্ত কারণ এবং প্রভাবের সম্পর্ক অনুসন্ধানের জন্য নির্দেশনা দেয়।
- ধর্মনিরপেক্ষতা আধুনিকায়নের একটি উপ-প্রক্রিয়াতে পরিণত হয়েছে এবং আধুনিক সমাজকে ধর্মীয় বিশ্বাস, চিহ্ন এবং প্রতিষ্ঠানের প্রভাব থেকে দূরে রেখেছে।

রাজনৈতিক ব্যবহারের দিক থেকে বলা হয়, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হলো ধর্ম এবং রাষ্ট্রকে পৃথক করার আন্দোলন, যাতে ধর্মভিত্তিক আইনের বদলে সাধারণ আইনজারি এবং সকলপ্রকার ধর্মীয় ভেদাভেদ মুক্ত সমাজ গড়ার আহ্বান জানানো হয়।

## ❖উপসংহার

শ্রীনিবাস ভারতের প্রথম প্রজন্মের সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করেছেন। তার লেখনিগুলি ভারতীয় সমাজের বাস্তবতা বোঝার লক্ষণীয় পদক্ষেপ। এটি সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক প্রতিফলন করে। সামাজিক পরিবর্তনের অনেক ধারণাগুলি সংস্কৃতীকরণ এবং পাশ্চাত্যকরণের মতো এমএন শ্রীনিবাস দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল। এই দুটি প্রক্রিয়া পৃথকভাবে অধ্যয়ন করা যাবে না। একটি সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জনের জন্য উভয় ধারণাটি অধ্যয়ন করা প্রয়োজন।সংস্কৃতায়ন ধারণাটির মাধ্যমে তিনি ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সংস্কৃত মূল্যবোধের অনুপ্রবেশের প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করেন।এছাড়াও তার ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রূপে বিবেচিত হয়।

## ❖ গ্রন্থপঞ্জি


Www.Yourarticlelibrary.com

Www.Sociologygroup.com

Www.Routledge.com

Www.jstor.org